দানের টাকা নাদানের হাতে

কর্ণফুলীর অনুসন্ধান

সিডনীর একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে চলতি বছর ২৮শে জানুয়ারী আবদুল কাদের নামে কর্মরত একজন বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন ছিনতাইকারীর হাতে আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। প্রবাসী এই মুক্তিযোদ্ধার জানাজা ও দেশে লাশ পাঠানোর বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে সিডনীর বিভিন্ন বাংলাদেশীরা তখন স্বতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসেন। নিহত কাদেরের পরিবারকে সহযোগীতা করার জন্যেও প্রচুর আর্থিক দান সংগ্রহ করা হয়েছিল তখন। সংগৃহিত কিছু অর্থ বাংলাদেশে কাদেরের পরিবারের হাতে পৌঁছালেও সিডনীস্থ একটি সংগঠনের সংগৃহিত অর্থ এখনো পৌঁছায়নি বলে জানা গেছে। সিডনী মহানগরের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল ক্যাম্বেলটাউন এলাকার একটি বাংলাদেশী সংগঠন মুক্তিযোদ্ধা কাদেরের মৃত্যুকে আবেগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করে চল্লিশ দিনের 'ইমোশনাল পিরিয়ডের' মধ্যে বিভিন্ন বাংলাদেশীদের কাছ থেকে প্রায় ২৭০০ ডলার সংগ্রহ করে ফেলে। ধর্মিয় মতে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর আবেগ আনুমানিক ৪০ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকে এবং তারপর সে আবেগ ধীরে ধীরে ধুসর হয়ে যায়। আবেগ কেটে যাওয়ার কারনেই হয়তবা সংগ্রহকারী উক্ত সংগঠনটি দানের অর্থ নাদান করে এখনো তাদের হাতে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যপক্ষ থেকে এই 'নাদান' বিষয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক তথ্যপ্রদানকারী জানিয়েছেন যে, সংগ্রহকারী সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ছবি তুলে বাংলাদেশে কাদেরের পরিবারকে উক্ত দানের টাকা হস্তান্তর করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেকোন ইস্যুতে সংগ্রহকারী সংগঠনের দুজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার 'তসবীর' ছাপানোর বাতিক আছে বলে তিনি বল্লেন, অর্থাৎ সাংবাদিক আসবে, ক্যামেরা থাকবে, সংবাদ ছাপবে, তবেইতো জনগন জানবে তাঁরা সমাজসেবা করছেন। এহেন হীন মনমানসিকতা নিয়ে জনসেবা করার চেয়ে বাস্কার মতো অপেরা বা হারবার ব্রীজের নীচে এ সকল সমাজসেবকরা সস্ত্রীক অর্ধনাঙ্গা হয়ে গীটার ও ঢোল হাতে ভিক্ষা করলে অনেকে ফটো তোলার জন্যে জড়ো হবে, আকর্ষনিয় সংবাদ হবে।

দেশফেরত একজন প্রাক্তন সমাজসেবক ঢাকা চিড়িয়াখানার গেটের সামনে

একজন দেশদরদী মুক্তিযোদ্ধা বলেছেন যে, প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজে এধরনের 'তসবীর বাতিক' বহু সমাজসেবক দেখা যায়। দেশে আত্মীয়স্বজন, স্কুল পড়ুয়া সন্তান এবং অজোগাঁ থেকে শাদী করে আনা স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীকে সমাজসেবক হিসেবে পত্রিকাতে নিজের 'বদন'খানি দেখানোর জন্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে হামেশা এরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যতক্ষন নয় মণ ঘি সংগ্রহ হবেনা, ততক্ষন রাধাও নাচবেনা অর্থাৎ যতদিন ক্যামেরা আসবেনা, সংবাদ হবেনা ততদিন নিহত মুক্তিযোদ্ধা কাদেরের লাশ দেখিয়ে সংগৃহীত অর্থও তার পরিবারের হাতে যাবেনা বলে উক্ত সংগঠনের নাদান কর্মকর্তাদ্বয় 'অব্যক্তভাবে' জানিয়েছেন। তাহলে দানের অর্থ এভাবে নাদানের কাছে অনিশ্চিত সময় ধরে পড়ে থাকবে?

গত সেপ্টেম্বর ২০০৬ সনে '১৯৭১ সনের গণহত্যা'র মামলা করে একজন বাংলাদেশী রিফুজী সিডনীতে পেট-ফাটা হাসির কৌতুক সৃষ্টি করেছিল। আর বাংলাদেশে ফজলুল বারী নামে একজন হলুদ সাংবাদিক একটি তৃতিয়শ্রেনীর জাতিয় দৈনিকে রিপোর্ট করে বিষয়টিকে বেশ গুরুতর করতে অপচেষ্টা করেছিলেন। প্রাক্তন জামাত-শিবিরের কর্মী অর্থাৎ উক্ত রিফুজী ভাঁড়ের সাথে তাল মিলিয়ে যারা এই গনহত্যার মামলা নিয়ে সিডনীতে 'দলবদ্ধ-কৌতুক' করেছিলেন এবং ঘেরাও আন্দোলনের নামে ক্যানবেরাতে গিয়ে দল বেঁধে তসবীর তুলেছিলেন তাদের কেউই হতভাগা মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদেরের অসহায় পরিবারকে দুপয়সা দিয়ে কখনো সাহায্য করেননি। এমনকি দৈনিক জনকণ্ঠের 'রিফুজি সাংবাদিক' ফজলুল বারী অদ্যাবধি ঐ হতভাগা মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের সম্পর্কে দু'কলম লিখেননি। অথচ গনহত্যার মামলার খরচ চালানোর নামে সারাবিশ্বের অসহায় বাংলাদেশীদের কাছ থেকে উক্ত ফজলু-রেমন্ড 'সিন্ডিকেট' প্রায় লাখো ডলার ইতিমধ্যে হাতিয়ে নিয়েছে বলে গুঞ্জন আছে এবং কেলেঙ্কারী হওয়ার আগেই মামলাটি তুলে নিয়ে তার 'গর্ভপাত' করা হয়েছে। [টোকা মারুন]। কাজের কাজ হয়েছে হলুদ সাংবাদিক ফজলুল বারীর, তিনি তার 'রিফুজি কেস'টিকে পোক্ত করার জন্যেই মুলত গনহত্যা'র এই উদ্ভট মামলা বিষয়ে দৈণিক জনকণ্ঠে উদ্দেশ্যমুলকভাবে অনর্গল মিথ্যা ও বানোয়াটো রিপোর্ট করেছিলেন বলে গুঞ্জন ঘনিভুত হচ্ছে এখন। দেশে মিথ্যা তথ্য দিয়ে টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে ফজলুল বারী অষ্ট্রেলিয়ায় এসে যদি সত্যি রিফুজি ভিসার জন্যে আবেদন করে থাকেন তবে তা হবে বাংলাদেশের জন্যে পুনরায় আরেকটি মারাত্মক কলঙ্ক এবং অষ্ট্রেলিয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। আর এ ধরনের চরিত্রহীন ও হলুদ সাংবাদিকদের ছোবল থেকে দেশমাতা অষ্ট্রেলিয়াকে বাঁচাতে দেশপ্রেমী অষ্ট্রেলিয়ানরা আজ বদ্ধ পরিকর বলে জানা গেছে। এ সকল বাটপার ও জালিয়াতদের জন্যে বাংলাদেশের নিরীহ ও সৎ মনভাবাপন্ন টুরিষ্টরা এখন আর ভিসা পায় না। এমনকি অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী কোন সন্তান তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে টুরিষ্ট হিসাবে বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে আনতে নগদ দশ থেকে কুড়ি হাজার ডলার এখন সিকিউরিটি বন্ড হিসেবে ইমিগ্রেশনে 'বন্ধক' রাখতে হয়। অষ্ট্রেলিয়াকে এ ধরনের মিথ্যা ও বোগাস রিফুজিদের হাত থেকে রক্ষা করা প্রতিটি অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিকের নৈতিক দায়ীত্ব বলে একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অষ্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক কর্ণফুলীর কাছে মন্তব্য করেছেন।

কর্ণফুলীর অনুসন্ধান